# অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
# Economic System

২

**ভূমিকা**

পৃথিবীর সব সমাজেই অসমতা বিদ্যমান। সমাজে এ অসমতা তৈরি হয় সম্পদের মালিকানা, মর্যাদা ও ক্ষমতার ভিত্তিতে। এভাবে সৃষ্ট সামাজিক স্তর বিন্যাস বা অসমতা প্রজন্মের পর প্রজন্ম প্রবাহমান থাকে। প্রত্যেক সমাজ বা দেশের মানুষের সম্পত্তির অধিকার, উৎপাদন পদ্ধতি, বিনিময় পদ্ধতি, বণ্টন এবং ভোগ পদ্ধতি, শ্রম নিয়োগ, ব্যবসায়-বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি প্রভৃতি অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পাদনে নানারূপ সামাজিক ও আইনগত রীতিনীতি গড়ে ওঠে। এ রীতিনীতির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Economic System) বলে।

পৃথিবীর সকল সমাজেই অর্থনীতির মৌলিক সমস্যাগুলো একই প্রকৃতির হলেও, বিভিন্ন সমাজে প্রাপ্ত সম্পদের সাপেক্ষে, বিভিন্ন সামাজিক স্তরে সমাধান পদ্ধতির ভিন্নতা রয়েছে। আদিম থেকে বর্তমান সমাজ পর্যন্ত সামাজিক স্তর বিন্যাসের বিভিন্ন ধরন দেখা যায়। যেমন : (i) আদিম সাম্প্রদায়িক সাম্যবাদ, (ii) আদিম সাম্যবাদ, (iii) দাস ব্যবস্থা, (iv) সামন্তবাদী ব্যবস্থা, (v) ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা, (vi) সমাজতন্ত্র এবং (vii) মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

| | |
|---|---|
| **ইউনিট সমাপ্তির সময়** | ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় এক সপ্তাহ |

**এ ইউনিটের পাঠসমূহ**

পাঠ-২.১: সামাজিক স্তর
পাঠ-২.২: দাসত্ব প্রথা এবং সামন্তবাদী সমাজ
পাঠ-২.৩: ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি
পাঠ-২.৪: সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি
পাঠ-১.৫: মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

# পাঠ ২.১ সামাজিক স্তর
# Social level

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–**

- ক্রমানুসারে সামাজিক স্তর সম্পর্কে ধারণা পাবেন,
- আদিম সাম্প্রদায়িক সাম্যবাদ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

**মূলপাঠ :**

**সামাজিক স্তর**

## Social level

**কার্ল হেনরিখ মার্কস (Karl Heinrich Marx) :** একজন জার্মান দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, ইতিহাসবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, রাজনৈতিক তাত্ত্বিক (Political theorist), সাংবাদিক এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী। তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'Das Capital'-এ প্রথমে পুঁজিবাদী উন্নয়ন এবং পরে পুঁজিবাদের পতন ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে যে বক্তব্য প্রদান করেছেন, তাই অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী উন্নয়নের মার্কসীর তত্ত্ব নামে পরিচিত।

**ফ্রেডরিক এঙ্গেলস (Friedrich Engels) :** জার্মান দার্শনিক রাজনৈতিক অর্থনীতির সমালোচক, ইতিহাসবিদ, রাজনৈতিক তাত্ত্বিক এবং বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী। উভয়ে সনাতনী ঐতিহ্যবাহী বা আদিম সাম্যবাদ নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা মনে করেন, সমাজে প্রতিটি গঠনের অস্তিত্বের নির্ধারণকারী উপাদানটি এককভাবে একটি অর্থনৈতিক কারণ এবং দ্বিতীয়টি, সামাজিক বিপ্লবের ফলস্বরূপ গঠনগুলোর পরিবর্তন ঘটে। মার্কসবাদ দাবি করছে যে, দাসব্যবস্থা, সামন্তবাদ এবং পুঁজিবাদের দ্বারা সাম্যবাদী গঠনের মাধ্যমে আদিম সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা থেকে মানতার বিশ্ব ইতিহাসের প্রগতিশীল বিকাশের পদক্ষেপ হিসাবে একটি নির্দিষ্ট উৎপাদনের ভিত্তিতে এবং আর্থ-সামাজিক গঠন পুরোপুরিভাবে এক বা অন্য ঐতিহাসিক ধরনের সমাজকে চিহ্নিত করে।

মার্কস-এর সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্ব মূলত তাঁর বস্তুবাদ[১], দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ[২] তথা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের[৩] মধ্যদিয়ে আবর্তিত। প্রত্যেকটি বস্তু পরস্পর বিরোধী শক্তির সংঘাতজনিত প্রক্রিয়ায় জড়িত, এভাবে তৃতীয় কোনো বস্তু বা বিষয়ের উৎপত্তি হয়। মানবসমাজ এভাবে পরস্পর বিরোধী শক্তির সংঘাতজনিত প্রক্রিয়ায় এক সমাজব্যবস্থা হতে অন্য সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তিত হয়। মার্কস-এর মতে– প্রতিটি সমাজব্যবস্থায় রয়েছে দু'টি দিক যথা : (ক) উৎপাদন শক্তি এবং (খ) উৎপাদন সম্পর্ক।

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অনেকগুলো জিনিসের প্রয়োজন হয়। প্রথমেই প্রয়োজন বিভিন্ন কলাকৌশল খাটিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের উৎপাদন। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কলকারখানা, জমি, হাতিয়ার ইত্যাদি থাকলেই হবে না, প্রয়োজন উৎপাদন সম্পর্ক তথা সংগঠন। উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কে একসাথে বলা হয় উৎপাদনব্যবস্থা বা উৎপাদন পদ্ধতি। কার্ল মার্কসের মতে, সামাজিক পরিবর্তনে অনেকগুলো উৎপাদন কাজ করলেও এর মধ্যে অর্থনৈতিক উৎপাদনই মুখ্য। সত্যিকারভাবে উৎপাদন পদ্ধতিই সমাজের ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন, রাজনৈতিক-সামাজিক ইত্যাদি ব্যবস্থাকে প্রভাবিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

---

১. বস্তুবাদ (Materialism) হলো দর্শনের সবচেয়ে প্রাথমিক মতবাদের একটি। আমাদের চারপাশের জগতের যেসব জিনিস অস্তিত্বশীল তা হয় বস্তু অথবা শক্তি।

২. দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ হচ্ছে এমন একটি বিশ্লেষণ যা বিশ্বের ঘটমান সমস্ত পরিবর্তন ও মিথস্ক্রিয়া প্রবাহকে ব্যাখ্যা করার মতবাদ। এ বস্তুজগতের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার পদ্ধতি হলো দ্বান্দ্বিক আর বস্তুজগতের ঘটনা প্রবাহের ব্যাখ্যা, ধারণা এবং এর তত্ত্ব হলো বস্তুবাদী।

৩. সামাজিক জীবনধারা এবং সমাজ ও সমাজের ইতিবৃত্তের বিচারে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূলনীতিগুলোর প্রয়োগ ও ব্যবহারকে বলে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical materialism).

কার্ল মার্কস-এর মতে, উন্নয়নের পথে একটি সমাজকে ক্রমানুসারে কয়েকটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। এগুলো হলো–

(ক) আদিম সাম্প্রদায়িক সাম্যবাদ (Primitive Communal System)

(খ) আদিম সাম্যবাদ (Primitive Communism)

(গ) দাসব্যবস্থা (Slavery System)

(ঘ) সামন্তবাদী ব্যবস্থা (Feudal System)

(ঙ) ধনতান্ত্রিক বা মুক্তবাজার ব্যবস্থা (Capitalism or Open Market Economy)

এবং (চ) সমাজতন্ত্র (Socialism/Communism)

পরবর্তীতে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সমন্বয়ে 'মিশ্র অর্থনীতি' (Mixed Economy) নামে আরেকটি সমাজব্যবস্থার উৎপত্তি ঘটে, যা বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই প্রচলিত রয়েছে।

## আদিম সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা*

### Primitive Communal System

মানব ইতিহাসে প্রথম বা আদি আর্থ-সামাজিক গঠনটি হলো আদিম সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা। একটি বিশেষ আর্থ-সামাজিকব্যবস্থার উৎপত্তি হিসেবে আদিম সাম্প্রদায়িক সাম্যবাদ এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে Karl H. Marx এবং F. Engels এর দ্বারা এবং পরবর্তীতে V.I. Lenin এর উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন। অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক পণ্ডিত ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে, আদিম সাম্প্রদায়িক সাম্যবাদ মানুষের প্রথম আবির্ভাব থেকে শুরু করে শ্রেণি বিভক্ত সমাজের উত্থান পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এ সময়টি প্রস্তর যুগকে নির্দেশ করে। আদিম সাম্প্রদায়িক সাম্যবাদে পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমের সাথে সমাজের সকলের সমান সখ্যতা ছিল। এর ফলে সামাজিক পণ্যের অংশিদারিত্ব লাভের ধরন সকলেরই একরকম ছিল। এ কারণেই 'আদিম সাম্প্রদায়িকতা' শব্দটি এ ব্যবস্থায় প্রয়োগ করা হয়, যা ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শ্রেণি ও মর্যাদার অনুপস্থিতিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সকল দিক থেকে ভিন্ন। আদিম সাম্প্রদায়িক সাম্যবাদ এর উৎস সম্পর্কে বিবিধ মতবাদ রয়েছে। ইতিহাসের প্রাথমিক পর্বে মানব ও সমাজের বিকাশ ঘটে। মানুষ একটি গঠনমুখী সমাজে বাস করতো যেটিকে অনেক সোভিয়েত বিজ্ঞানী আদিম মানবপাল বলে অভিহিত করেন। যদি আর্কানথ্রোপাসরা (archanthropoi) [যেমন : পিথেক্যানথ্রোপাস (Pithecanthropus), সিনানথ্রোপাস (Sinanthropus), অ্যাটলানথ্রোপাস (Atlanthropus) ও হেইডেলবার্গ মানব (Heidelberg man)] প্রথম মানব হিসেবে বিবেচিত হয় তবে আদিম মানবপাল-এর উৎপত্তি খ্রিষ্টপূর্ব ১০,০০,০০০ বছর আগে থেকে। যদি প্রাক-জিনজ্যানথ্রোপাস (pre-Zinjanthropus) বা হোমো হাবিলিস (Homo habilis) (সক্ষম মানব) প্রথম মানব হিসেবে বিবেচিত হয়, তবে আদিম মানবপাল এর অবস্থান অন্তত খ্রিষ্টপূর্ব ২০,০০,০০০ অথবা এর আগে থেকেই। বহুপ্রচলিত ধারণামতে, আদিম মানবপাল ও প্রাথমিক প্রস্তর যুগ সমসাময়িক। আনুমানিক ৪০,০০০ থেকে ৩৫,০০০ বছর পূর্বে প্রাথমিক প্যালিওলিথিক থেকে উন্নত প্যালিওলিথিক (Upper-paleolithic) এ গমনকালে প্যালিওঅ্যানথ্রপাই (Paleoanthropoi) এর আধুনিক মানুষে (নিওঅ্যানথ্রোপাই) রূপান্তর সম্পন্ন হয়। সুতরাং এটি বিশ্বাস করার যথেষ্ট ভিত্তি রয়েছে যে, আদিম মানবপাল একটি প্রকৃত সুগঠিত মানব সমাজে রূপান্তরিত হয়েছে উচ্চ-প্যালিওলিথিক যুগের প্রারম্ভিক সময়ে। অধিকাংশ পণ্ডিত ব্যক্তি আদিম মানবপালকে আদিম সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থার প্রথম পর্যায় হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন।

---

* Ref: Internet : 'Primitive Communal System'/Economics

– Marx, K. "Konspekt Knigi L. G. Morgana 'Drevnee Obshchestvo." In Arkhiv Marksa i Engel'sa, vol. 9. Moscow, 1941.
– Engels, F. Anti Dühring. In K. Marx and F. Engels, Soch., 2nd ed., vol. 20.
– Engels, F. Proiskhozhdenie sem i, chastnoi sobstvennosti i gosudarstva. Ibid, vol 21.
– Lenin, V.I. "A. Bogdanov : Kratkii Kurs ekonomicheskoi nauki." (Review.) Poln. sobr. soch., 5th ed., vol-4.
– Lenin, V.I. Gosudarstvo i revoliutsiia. Ibid; vol. 33 etc.

আদিম সাম্যবাদকালে কোনো লিপিবদ্ধ ভাষা ছিল না। প্রাথমিকভাবে প্যালিওঅ্যানথ্রোপলজি, আর্কিওলজি, সাংস্কৃতিক বা কালচারাল অ্যানথ্রোপোলজির প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে আদিম সাম্যবাদ এর ইতিহাস পুনর্গঠিত হয়েছে। এ সময়ে প্রাপ্ত নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ আদিম মানবের বাহ্যিক আকৃতি ও বস্তুগত সংস্কৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা প্রদান করলেও সামাজিক বন্ধন সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা প্রদান করে। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীদের সংগৃহীত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে সামগ্রিকভাবে আদিম সাম্প্রদায়িক সমাজের সার্বিক দিক বিচার বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

প্রাচীন এ উৎপাদনব্যবস্থার সামষ্টিক বৈশিষ্ট্য, যা সকল মার্কসবাদী গবেষক দ্বারা স্বীকৃত, সেটি ছিল উৎপাদন শক্তির অতি নিম্নমানের উন্নয়নের ফলাফল। আদিম সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থার প্রারম্ভিক পর্যায়ে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানুষের দুর্বলতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তখন মানুষের কর্মকাণ্ডের উল্লেখযোগ্য দৃঢ় দিকটি ছিল পশুশিকার, সম্মিলিতভাবে বৃহৎ আকৃতির পশু শিকার এর অন্তর্ভুক্ত। কাঠের তৈরি বর্শা, মুগুড়, পাথর অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

তর্কাতীতভাবেই এটি সত্যি যে, সিনানথ্রোপাসরা আগুন ব্যবহার করতো যদিও সম্ভবত তারা এটি কীভাবে জ্বালাতে হয় তা জানতো না। প্যালিয়েনথ্রপিতে রূপান্তরের সাথে সাথে পশু শিকার হয়ে ওঠে জীবিকার প্রধান উৎস। মানুষ বিরূপ আবহাওয়াসংকুল অঞ্চলগুলোতে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে শেখে।

যদিও প্রাথমিক প্যালিওলিথিক যুগে পাথরের ব্যবহার বিধি নিখুঁত করা হয়েছিল, তথাপি পাথরের সরঞ্জাম তৈরির ক্ষেত্রে শত বছরেও খুবই সামান্যই অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। নূড়ি পাথর আর পড়ে থাকা পাথর কুচি থেকে শুরু করে মানুষ অপেক্ষাকৃত স্বল্পসংখ্যক প্রচলিত যন্ত্রের দিকে এগিয়ে গেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পার্শ্বকর্তন এবং ত্রিকোণাকার সরঞ্জাম তৈরি।

আপার প্যালিওলিথিক (Upper Paleolithic) যুগে উত্তরণের সাথে সাথে পাথুরে সরঞ্জামের আমূল কৌশলগত পরিবর্তন হয়। একগুচ্ছ বৈচিত্র্যময় মহামূল্যবান বিশেষ উপকরণের আবির্ভাব ঘটে। যেমন : ছুরি, করাত, চিস্যাল (chisels), এ্যাডজ (adzes)। হাড় ও সিং-এর তৈরি সামগ্রীরও কর্মপন্থাভেদে কৌশলগত উন্নতি সাধিত হয়। প্রথমবারের মতো বিবিধ যৌগিক/জটিল সরঞ্জাম তৈরি করা হয়। যেমন : বর্শা, জ্যাভলিন, চকমকি ও হাড়ের ফলাযুক্ত হারপুন। এরূপ উন্নয়নের ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটে যা প্রায় ২৫–৩০ হাজার বছর পূর্বেও চালু ছিল। পশু শিকার সংগ্রহ ও এর সম্পূরক হিসেবে মাছ ধরা ছিল জীবিকা নির্বাহের প্রধান উৎস। জনবসতি ক্রমান্বয়ে বিস্তৃতি লাভ করে। মানুষ অস্ট্রেলিয়াতে বসতি স্থাপন করে, বেরিং প্রণালি অতিক্রম করে মানুষ উত্তর পশ্চিম আমেরিকাতে প্রবেশ করে এবং ক্রমেই পশ্চিম গোলার্ধ জনবহুল এলাকায় পরিণত হয়।

উন্নত আদিম সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থার বিবর্তনের দুটি উল্লেখযোগ্য ধাপ ছিল। প্রথম পর্যায়ে উৎপাদনশীল শক্তিগুলো উন্নয়নের এমন একটি ধাপে পৌঁছে যেখানে পণ্যটি বাহ্যিক অস্তিত্ব বা টিকে থাকার নিশ্চয়তা দেয়ার ক্ষেত্রে নগণ্য বা প্রয়োজন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশি ছিল। এমতাবস্থায়, সমবিভাজনই ছিল পণ্য বিতরণের একমাত্র সম্ভাব্য পন্থা। মূলত সমবিভাজনের সম্পর্কে বলতে সমগ্র পণ্য, যে কারো দ্বারা যেকোনোভাবেই আহরিত হোক না কেন, তা ছিল সম্পূর্ণ ও অবিভাজ্যভাবে একটি গোষ্ঠীর সম্পত্তি। ফলশ্রুতিতে দলের সাথে সংযুক্ত থাকার কারণে প্রত্যেক সদস্যের পণ্যের অংশ প্রাপ্তির অধিকার ছিল। এক্ষেত্রে পণ্য বিতরণ কেবলমাত্র প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। যেমন– প্রাপ্তবয়স্করা শিশুদের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ পণ্য লাভ করবে। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র দলের সকল সক্ষম ব্যক্তির কঠোর পরিশ্রমই সকল সদস্যের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যের অংশ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দিতে পারতো। আদিম সম্প্রদায়ে যে ধরনের বিনিময় প্রথার প্রচলন ছিল, তার মধ্যে ভোগ্য পণ্য সম্পৃক্ত ছিল না।

আদিম সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থার বিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায়ে কয়েক ডজন সদস্য নিয়ে দল গঠিত হতো, তাদের কোনো নিয়ন্ত্রক ছিল না। নারী-পুরুষের সমতা ছিল এ যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নিয়মানুসারে একটি এলাকায় বসবাসরত কয়েকটি দল মিলে একটি সামাজিক সংগঠন, উপজাতি গঠন করতো। সাধারণত আদিম উপজাতিগুলো সংগঠিত ছিল না।

উৎপাদনের উন্নয়ন ধীর স্থিরভাবে হয়েছে। মাটির তৈরি ভাস্কর্য, পাথর, হাড়, শিং-এর ব্যবহারের কৌশলগত উন্নয়নও এ সময়েই হয়েছে। পশুশিকার ও মাছ ধরার পদ্ধতি নিখুঁত করা হয়েছিল। মেসোলিথিক যুগে তীর-ধনুকের ব্যবহার বিস্তৃত হতে শুরু করে। দৃশ্যত: কুকুরের গৃহপালন এ সময় থেকেই শুরু হয়। এ সকল উন্নয়নই আদিম সাম্প্রদায়িকতার প্রথম পর্যায় থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে স্থানান্তরের অবস্থা তৈরি করে দিয়েছে।

আদিম সাম্প্রদায়িকতার দ্বিতীয় স্তরে উৎপাদনশীল শক্তিগুলোর উন্নয়নের মাত্রা তুলনামূলকভাবে একটি বৃহৎ উদ্বৃত্তপণ্যের ভাণ্ডার সৃষ্টি করাকে সার্থক করে তোলে। এর ফলে সম্পূর্ণ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মৌলিক পুনর্বিন্যাস এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এ সময়েই ব্যাপক সংখ্যক যন্ত্রপাতি ব্যবহার শুরু হয়েছে।

এ সময়ে উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এবং শ্রমপদ্ধতির উন্নতির কারণে শ্রমের স্বাতন্ত্র্যকরণ ও বিভাজন বৃদ্ধি পায়। লোকজনের মধ্যে আদান-প্রদানের মাত্রায় স্বচ্ছতা এক্ষেত্রে মুখ্য ছিল না। শ্রম বিতরণ পদ্ধতিতে ব্যক্তির প্রাপ্য সকল পণ্য ও সেবার যথাযথ মূল্য পূর্বনির্ধারিত ছিল। আদিম সাম্প্রদায়িক সাম্যবাদের এ স্তরে যে ধরনের বিনিময় প্রথা প্রচলিত ছিল তা গুণগতভাবে পরবর্তীতে বিকশিত বিনিময় প্রথা থেকে ভিন্নতর ছিল। তথাপি, এটি এমন একটি বিনিময় প্রথার প্রচলনে অবদান রেখেছিল যেখানে পণ্য ধীরে ধীরে নিত্যপণ্যের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।

এ সময়ে গোত্রভুক্ত সম্পদ দীর্ঘসময় টিকে থাকা সত্ত্বেও শ্রম বিভাজন বিতরণের অনিবার্য পরিণতিগুলোর মধ্যে ছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তির একত্রীকরণ। এর ফলে ব্যক্তি ও পরিবারের সম্পদের বৈষম্যের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। কালক্রমে উদ্বৃত্ত পণ্যের সিংহভাগ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কুক্ষিগত হয়ে শোষণের আগাম শর্তগুলোর পথ প্রস্তুত করে। এখানে বিশেষ গোত্র, সম্প্রদায়, উপজাতি ও শাসকগোষ্ঠী ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গোত্র প্রধানদের পদগুলো বংশানুক্রমিক হতো।

আদিম সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থার উত্তরণ ঘটেছে যথাযথ অর্থনৈতিক আধিপত্যের যুগে। নৃতাত্ত্বিক উপাত্ত প্রমাণ করে যে, মধ্যপ্রাচ্যের কোনো কোনো অংশে (উত্তর ইরাক ও ফিলিস্তিন) মেসোলিথিক যুগে খ্রি:পূর্ব নবম-সপ্তম সহস্রাব্দে ভূমিচাষ ও গবাদিপশু পালনে স্থানান্তরের ঘটনাটি ঘটেছিল।

পূর্বে মানুষ তাদের তৈরি সরঞ্জামাদি সহজে ব্যবহার করে প্রকৃতি প্রদত্ত উপাদানগুলোকে গ্রহণযোগ্য খাবারে রূপান্তর করতো। ভূমিকর্ষণ ও পশু পালন প্রবর্তনের সাথে সাথে মানুষ প্রথমবারের মতো কিছু প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসে এবং খাদ্য উৎপাদন ও উদ্বৃত্ত পণ্য উৎপাদন শুরু করে। এভাবেই তুলনামূলকভাবে দ্রুতগতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিয়ামক তৈরি হয় এবং অবধারিতভাবেই প্রাক-শ্রেণি অবস্থা থেকে শ্রেণিসমাজে উত্তরণ ঘটায়।

আদিম সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থার দ্বিতীয় ধাপের শেষের দিকে শ্রেণি সমাজ গঠনের জন্য সকল প্রয়োজনীয় অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। শ্রেণিসমাজ গঠনের প্রক্রিয়া ছিল প্রলম্বিত, জটিল এবং বৈসাদৃশ্যময়।

শ্রমবিভাজন, যা পূর্ববর্তী সময়ে উদ্ভব হয়েছিল, ক্রমেই তা সমাপ্তির দিকে ধাবিত হয়। সম্প্রদায় ধীরে ধীরে পারিবারিক প্রথায় পরিণত হয়ে পরস্পর থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। পণ্য বিনিময়ের আরও উন্নয়নের জন্য শিল্পকর্মগুলো সুললিত রূপ নেয়। সম্পত্তির বৈষম্য যা পূর্বেও ছিল, তা আরও গভীরতর হয়। এসবের বিকাশের সাথে সাথে শোষণব্যবস্থা, দাসত্ব প্রথা ও বিবিধ প্রকারের শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখার পদ্ধতি গড়ে ওঠে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সামাজিক বৈরীতার সৃষ্টি ও তীব্রতর হয়। রাষ্ট্রের উন্মেষ হয়। শ্রেণিবিভক্ত সমাজের উৎপত্তি সামাজিক চেতনাকে প্রভাবিত করে। আদিম সাম্প্রদায়িক সমাজের একক নীতিবোধ বিলুপ্ত হয়ে নৈতিকতার বহুমাত্রিকতা পথ প্রশস্ত করে দেয়।

উন্নয়নের প্রথম আর্থ-সামাজিক পর্যায় হিসেবে আদিম আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ধারণা কেবল মার্কসবাদী ব্যাখ্যাতেই পাওয়া যায়। বুর্জোয়া পণ্ডিতদের মধ্যে বিবর্তনবাদী এইচ. এল মরগান প্রাচীন সমাজের ধারণা তৈরির অতি সন্নিকটে পৌঁছেছিলেন, যা মার্কসবাদী অভিজাত লেখকশ্রেণির কাছে অতি সমাদৃত ছিল। এছাড়াও আদিম সমাজের বিবর্তনবাদের বিপরীতে অনেক মতবাদ ও ধারার উদ্ভব ঘটে। তন্মধ্যে রয়েছে বিস্তরণবাদ (diffusionism) এর বিভিন্নধারা। যেমন– ব্রিটিশ মতবাদ (the British School), জার্মান কুলটারকারসেই মতবাদ (The German Kulturkreise School), ভিয়েনিজ কালচারাল হিস্টোরিক্যাল স্কুল (The Viennese cultural historical school), আমেরিকান হিস্টোরিক্যাল স্কুল (The American historical school) প্রভৃতি।

## সারসংক্ষেপ

**কার্ল হেনরিখ মার্কস এবং ফ্রেডরিক এঙ্গেলস :** জার্মান দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, ইতিহাসবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, রাজনৈতিক তাত্ত্বিক এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী।

**সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্ব :** মার্কস-এর সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্ব মূলত তাঁর বস্তুবাদ এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মধ্য দিয়ে আবর্তিত। প্রত্যেকটি বস্তু পরস্পর বিরোধী শক্তির সংঘাতজনিত প্রক্রিয়ায় জড়িত, এভাবে তৃতীয় কোনো বস্তু বা বিষয়ের উৎপত্তি হয়। মানবসমাজ এভাবে পরস্পর বিরোধী শক্তির সংঘাতজনিত প্রক্রিয়ায় এক সমাজ ব্যবস্থা হতে অন্য সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তিত হয়।

**আদিম সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা :** মানব ইতিহাসের প্রথম আর্থ-সামাজিক গঠনটি হলো আদিম সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা। অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক পণ্ডিত ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে, আদিম সাম্প্রদায়িক সাম্যবাদ মানুষের প্রথম আবির্ভাব থেকে শুরু করে শ্রেণিবিভক্ত সমাজের উত্থান পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এ সময়টি প্রস্তরযুগকে নির্দেশ করে। এ ব্যবস্থায় পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমের সাথে সমাজের সকলের সমান সখ্যতা ছিল। এর ফলে সামাজিক পণ্যের অংশিদারিত্ব লাভের ধরন সকলেরই একইরকম ছিল। এ সময়ে কোনো লিপিবদ্ধ ভাষা ছিল না। আদিম সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থার প্রারম্ভিক পর্যায়ে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানুষের দুর্বলতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে সময়ের দৃঢ় উল্লেখযোগ্য দিকটি ছিল সম্মিলিতভাবে পশু শিকার। তখন কয়েক ডজন সদস্য নিয়ে দল গঠিত হতো, তাদের কোনো নিয়ন্ত্রক ছিল না। নারী-পুরুষের সমতা ছিল এ যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আদিম সাম্প্রদায়িকতার দ্বিতীয় স্তরে উৎপাদনশীল শক্তিগুলোর উন্নয়নের মাত্রা তুলনামূলকভাবে একটি বৃহৎ উদ্বৃত্ত পণ্যের ভাণ্ডার সৃষ্টি করাকে সার্থক করে তোলে। এ কারণে সম্পূর্ণ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মৌলিক পুনর্বিন্যাস এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে এবং ব্যাপক সংখ্যক যন্ত্রপাতি ব্যবহার শুরু হয়েছে।

# পাঠ ২.২ দাসত্ব প্রথা এবং সামন্তবাদী সমাজ
# Slavery System and Feudalism

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–**

- দাসত্ব প্রথা এবং এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন,
- সামন্তবাদী সমাজ এবং এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।

**মূলপাঠ :**

## দাসত্ব প্রথা[৪]

### Slavery System

প্রাচীনকালে এবং মধ্যযুগেও প্রচলিত প্রথায় সমাজে মানুষ বর্তমান বাজারের অনুরূপ পণ্যের মতোই বিক্রি হতো। বিভিন্ন মূল্যের বিনিময়ে মানুষ ক্রয় করা যেত। এ প্রচলিত প্রথাকেই 'দাস প্রথা' বলা হয়। দাসপ্রথা এমন একটি আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে, যেখানে মানুষ মানুষের সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। কৃষি ব্যবস্থার গোড়ার দিকে যখন ব্যক্তিমালিকানার উদ্ভব হয়, মূলত তখন হতেই শ্রেণিভিত্তিক দাসব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে।

আদিম সমাজে দাসপ্রথার প্রচলন বিরল ছিল কারণ এ প্রথা সামাজিক শ্রেণিবিভাগের কারণে তৈরি হয়। দাম প্রথার অস্তিত্ব মেসোপটেমিয়াতে প্রায় ৩৫০০ খ্রিষ্টপূর্বে প্রথম দেখা যায়। প্রাচীনকাল হতে মধ্যযুগ পর্যন্ত ইউরোপের অধিকাংশ এলাকাতেই দাসপ্রথার প্রচলন ছিল। ইউরোপে বাইজেন্টাইন-উসমানিদের যুদ্ধ এবং উসমানিদের যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে অনেক খ্রিষ্টান কৃতদাসে পরিণত হয়। ওলন্দাজ, ফরাসি, স্পেনিশ, পর্তুগিজ, ব্রিটিশ, আরব এবং কিছু পশ্চিম আফ্রিকান রাজ্যের লোকেরা আটলান্টিক দাস বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল। ডেভিড ফোর্সথি লিখেন, 'উনিশ শতকের শুরুর দিকে আনুমানিক প্রায় তিন-চতুর্থাংশ লোকেরাই দাসপ্রথার বন্ধনে আবদ্ধ ছিল।' ইউরোপের যুদ্ধে সর্বপ্রথম ১৪১৬ সালে রাগুসা নামক দেশ দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করে। আধুনিক যুগে নরওয়ে এবং ডেনমার্ক সর্বপ্রথম ১৮০২ সালে দাসদের বাণিজ্য বন্ধ করে।* ব্রিটেনের সরকার ১৮৪৩ সালে 'অ্যাক্ট ফাইভ' আইন দ্বারা দাসদাসি আমদানি ও রপ্তানি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়।

মার্কস মনে করেন, সমাজব্যবস্থার ক্রমোন্নয়নে সমাজের মানুষ কাঠ ও পাথরের পরিবর্তে ব্রোঞ্জ লোহা ইত্যাদির ব্যবহার শুরু করলে শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। লোহার ফলা লাগানো লাঙল, লোহার কাস্তে ইত্যাদির ব্যবহার কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে দেয়। সম্পত্তির মালিকানা ব্যক্তি বিশেষের হাতে চলে গেলে বেশি পরিমাণে সম্পত্তি করায়ত্ত করার জন্য সমাজে মালিক শ্রেণির উদ্ভব হয়। এতে বেশি সম্পত্তির মালিক যারা তারা ধনিক শ্রেণি এবং সম্পত্তিহীনরা দরিদ্র শ্রেণি হিসেবে বিবেচিত হতো। মালিক পক্ষ অধিক সম্পদশালী হওয়ার জন্য দরিদ্র শ্রেণিকে জোরপূর্বক কৃষি উৎপাদনে নিয়োজিত করাতো। আবার বৃহদায়তন উৎপাদনব্যবস্থায় শ্রমবিভাগ বিস্তার লাভ করে। এভাবে সমাজে শ্রেণিবিভক্তির উদ্ভব ঘটে এবং দাস প্রথার সৃষ্টি হয়। কার্ল মার্কস এরূপ সমাজ ব্যবস্থাকে দাসপ্রথাভিত্তিক সমাজব্যবস্থা হিসেবে অভিহিত করেন।

### দাসপ্রথার বৈশিষ্ট্য
### Characteristics of Slavery

প্রাচীনকালে দাসদের গৃহপালিত পশুর সাথে তুলনা করা হতো, মর্যাদা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। রোমান আইনে দাসকে বস্তু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। দাসসমাজেরও কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যা নিম্নরূপ :

৪. খান রফিকুল ইসলাম– 'সামাজিক পরিবর্তন' গ্রন্থ কুটির, ১০১৪ এবং আসাদুজ্জামান, হাবিবুর, উজ্জল, লুৎফর– সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি, কবির পাবলিকেশন্স, চতুর্থ প্রকাশ ২০১৯.

* https://en.m.wikipedia.org/wiki/History-of-slavery
https://bn.m.wikipedia.org.wiki– দাসত্বের ইতিহাস-উইকিপিডিয়া

১. দাসপ্রথা এরূপ একটি আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে মানুষ মানুষের সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।

২. দাস সমাজ দু'টি ভাগে বিভক্ত ছিল। যেমন– (ক) দাসমালিক এবং (খ) দাস।

৩. প্রকৃতপক্ষে দাসেরা ছিল জীবন্ত হাতিয়ার। মর্যাদা ছিল পৃথক।

৪. সমাজে যারা বিত্তশালী, সম্ভ্রান্ত ও স্বাধীন– তারাই দাসদাসি রাখার অধিকার পেতেন। অর্থাৎ প্রভুর অধীনতা ব্যতীত কোনো দাস ছিল না।

৫. দাসেরা ছিল মালিকের সম্পত্তি। মালিক তার দাসকে দিয়ে ইচ্ছেমত যেকোনো কাজই করাতে পারতো। সামান্য ভুলের জন্য মালিক তাকে কঠোর শাস্তি দিতে পারতো।

৬. দাসদের জীবন কঠোর নিয়ম-কানুনের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল। তারা অতি মানবেতর জীবনযাপন করতো।

৭. দাসমালিকরা ছিল অসীম ক্ষমতার অধিকারী। দাসদের ক্রয়-বিক্রয়, এমনকি বাঁচিয়ে রাখা বা মেরে ফেলা সবই দাসমালিক বা প্রভুর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল ছিল।

৮. তখনকার সময়ে কৃষিভিত্তিক সমাজের উৎপাদনশীলতায় গতিশীলতা প্রাপ্তির লক্ষ্যেই দাসব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। অর্থাৎ তখন অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করাই ছিল দাস সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পরিশেষে বলা যায়, দাসপ্রথা ছিল মূলত তখনকার সময়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সচল রাখার কৌশল এবং উক্ত সময়ের জন্য একটি উত্তম ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত। গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল দাসদেরকে জীবন্ত সম্পত্তি হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

## সামন্তবাদী সমাজ*

**Feudal System or Feudalism**

সামন্তবাদী সমাজ মানুষের সামাজিক অর্থনৈতিক বিকাশের একটি পর্যায়। জমির কর্ষণ থেকে জীবনধারণের প্রধান উপায় শস্য লাভের কৌশল মানুষের আয়ত্তে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন দাস সমাজের ভাঙনের মধ্যদিয়ে নতুন সামন্ত সমাজের উদ্ভব হয়। উৎপত্তিগতভাবে সামন্ততন্ত্র একটি ল্যাটিন শব্দ Feudam থেকে এসেছে বলে অনেকে মনে করেন। এখানে Feudam অর্থ Fief বা ক্ষুদ্র জমি এবং শর্তাধীনে জমিদানকে বলা হতো Feif বা Feud। এ Feud থেকে Feudal (সামন্ত) বা সামন্ততন্ত্র (Feudalism) এসেছে বলা যায়।

সামন্ততন্ত্র মূলত এক প্রকার ভূমি ব্যবস্থাপনাকে বোঝায়। এ ব্যবস্থা সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী, নবম শতক হতে পনের শতক পর্যন্ত ইউরোপবাসীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন এবং তাদের আচার-আচরণ ও ভাবধারার ওপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। জার্মান অভিবাসনের সময় শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং তখন জমি কেন্দ্রিক উৎপাদন গুরুত্ব লাভ করায় জমির মালিকের নিকট ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। সামন্ত প্রথায় উৎপাদনের কাজে সামন্ত প্রভুদের কোনো ভূমিকা থাকতো না। উৎপাদন কাজে নিয়োজিত থাকতো কৃষক ও ভূমিদাসগণ অথচ উৎপাদিত ফসলের এক বিরাট অংশ পেত সামন্ত প্রভুরা।

সামন্ততন্ত্র হলো মূলত ভূমিকেন্দ্রিক একটি সরকারব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের পরিবর্তে স্থানীয় ভূস্বামীদের মধ্যে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত হয়েছিল। জার্মান ইতিহাসবেত্তা Ganshop মনে করেন, মধ্যযুগে ইউরোপে একখণ্ড জমিকে কেন্দ্র করে যে অদ্ভুত ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল, সেখানে একজন অন্যজনকে জমি দান করবে। জমিদানকারীকে 'লর্ড' আর যিনি গ্রহণ করলেন তাকে 'ভেসাল' বলে। এ লর্ড ও ভেসালের মধ্যে যে সম্পর্ক এবং এর ফলে যে ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল তাই হলো সামন্ততন্ত্র বা সামন্তব্যবস্থা।

দাসপ্রথাভিত্তিক সমাজব্যবস্থার ভিত্তি তেমন মজবুত ছিল না। দাস বিদ্রোহ, মালিকদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হওয়া ইত্যাদি কারণে দাসপ্রথা ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত দাসভিত্তিক সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে যায় এবং গড়ে ওঠে সামন্তপ্রথাভিত্তিক সমাজব্যবস্থা। ক্রীতদাসের স্থান দখল করে ভূমিদাস। ভূমিদাস ব্যবস্থাকেই মূলত সামন্তবাদ (Feudalism)

* https://bn.m.wikipedia.org.wiki

বলা হয়। সামন্তবাদের কাঠামো হলো প্রথমে মহারাজা → সামন্তরাজা → ভূমিদাস (Serfdom)। ভূমিদাসরা কারও কেনা গোলাম ছিল না বরং মাসের নির্দিষ্ট সময়ে মালিকের জমিতে তারা বিনামজুরিতে শ্রম দিতো। বিনিময়ে ভূমিদাসরা কিছু জমিতে চাষাবাদ করার সুযোগ পেত। উৎপাদিত ফসল থেকে সামন্ত রাজাদের খাজনা দিতো। ভূমিদাস হতে সংগৃহীত খাজনা থেকে সামন্তরাজারা কিছু অংশ মহারাজাকে প্রদান করতো। এভাবে শ্রমের উৎপাদনশীলতা দিন দিন বৃদ্ধি পায়। 'সেবা ও রক্ষার' চুক্তির মাধ্যমে এ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

Karl Marx-এর মতে, ভূস্বামীরা ভূমিদাসদের বেগার খাটিয়ে ও খাজনা আদায় করে সামন্তবাদী সমাজের শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি করেছিল। সামন্তবাদী সমাজে ভূস্বামীরা অন্তঃশোষণের আশ্রয় নিয়ে উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতিতে তৎপর হয়। এ সময় লৌহ যন্ত্রপাতির প্রসার, তাঁতশিল্পের বিকাশের সাথে সাথে ফসল ফলানো, সবজি চাষ, মদ ও মাখন তৈরির কৌশলসহ নানারূপ কুটির শিল্পের বিকাশ সাধিত হলো। বিনিময় প্রথার পরিবর্তে মুদ্রায় খাজনা পরিশোধ চালু হয় এবং বাজারের জন্য উৎপাদন শুরু হয়। একদিকে পুঁজির সঞ্চয় হয় এবং বাজারে পণ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে ফঁড়িয়া শ্রেণির বিকাশ ঘটে। Karl Marx মনে করেন, এর ফলে সমাজের মধ্যে শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং সমাজ স্তরায়িত হয়ে যায়। একারণে সামন্তবাদী সমাজে শ্রেণিদ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং এ সমাজ ভেঙ্গে পরবর্তীতে পুঁজি সঞ্চয়নভিত্তিক সমাজের উদ্ভব ঘটে।

## সামন্তবাদের বৈশিষ্ট্য*

**Features of Feudalism**

সামন্তবাদী সমাজ এরূপ একটি আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে ভূমিকেন্দ্রিক সেবা ও রক্ষার চুক্তিতে সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠেছে। এরূপ সমাজের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

১. সামন্তসমাজের মূল চালিকাশক্তি হলো কৃষি। কৃষির উপকরণ হিসেবে জমি ও অন্যান্য সকল উপাদানই ছিল জমির মালিকের হাতে।

২. সামন্তসমাজেই প্রথম একটি চুক্তি হয় দাস ও গরিব কৃষকের সাথে 'সেবা ও রক্ষা' চুক্তি। বলা যায়, এটিই সামাজিক ইতিহাসের প্রথম চুক্তি।

৩. 'সেবা ও রক্ষা' চুক্তির নীতি হলো– সামন্তপতিরা কৃষক এবং দাসদের নানাদিক হতে রক্ষা করবে, ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করবে। এর বিনিময়ে তারা সামন্তপতিদের নানান কাজকর্মে এবং যুদ্ধে সাহায্য করবে।

৪. সামন্তবাদে জমির মূল মালিক ছিল রাষ্ট্র বা মহারাজা। সামন্তচুক্তি অনুসারে সামন্তপ্রভু বা ভেসালরা রাষ্ট্রের নিকট হতে বশ্যতা এবং আনুগত্যের ভিত্তিতে জমি ভোগ দখলের অধিকার লাভ করতো। এ সামন্তপ্রভুদের নিকট হতে কৃষকরা জমি ইজারা নিতো।

৫. ভেসাল বা সামন্তপ্রভুরা লর্ড এর বশ্যতা স্বীকার করে তাঁকে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল এবং বিনিময়ে বংশপরম্পরায় জমিদারিস্বত্ব ভোগের অধিকার লাভ করতো।

৬. সামন্তবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, সমাজে শ্রেণিবিভক্তি। এ সমাজ তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। যথা :

(ক) যাজক শ্রেণি;

(খ) অভিজাত শ্রেণি এবং

(গ) কৃষক, শ্রমিক, বণিক এবং দাসগণের সমন্বয়ে তৃতীয় শ্রেণি।

৭. সামন্ত সমাজে কৃষকরা সর্বদাই সামন্তপ্রভুদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে শ্রম দিতো। ফসল উৎপাদন ছাড়াও সামন্তপ্রভুদের জন্য বাড়তি বেগার শ্রম দিতো।

৮. এ সমাজে কৃষকদের থেকে বিভিন্ন ধরনের কর আদায় করা হতো।

---

* আসাদুজ্জামান, হাবিবুর, উজ্জল, লুৎফর– সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি, কবির পাবলিকেশন্স, চতুর্থ প্রকাশ, ২০১৯.

দাসভিত্তিক সমাজব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষের ওপর সামন্তবাদ গড়ে ওঠে। এ সমাজ ভূমিদাস ও ভূস্বামী– এ দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। ভূমিদাস বলতে কৃষকশ্রেণি এবং ভূস্বামী বলতে জমিদার শ্রেণিকে বোঝনো হতো। সামন্তবাদী সমাজে শ্রেণিশোষণের মাত্রা ছিল অত্যধিক।

## সারসংক্ষেপ

**দাসত্ব প্রথা :** প্রাচীনকালে এবং মধ্যযুগে প্রচলিত প্রথায় সমাজে মানুষ বর্তমান বাজারের অনুরূপ পণ্যের মতোই ক্রয়-বিক্রয় হতো। এ প্রচলিত প্রথাকেই 'দাস প্রথা' বলা হয়। অর্থাৎ 'দাস-প্রথা' এরূপ একটি আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে, যেখানে মানুষ মানুষের সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়।

**সামন্তবাদী সমাজ :** সামন্ততন্ত্র হলো মূলত ভূমিকেন্দ্রিক একটি সরকারব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের পরিবর্তে স্থানীয় ভূ-স্বামীদের মধ্যে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত হয়েছিল। সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী, নবম হতে পনের শতক পর্যন্ত ইউরোপে একখণ্ড জমিকে কেন্দ্র করে যে অদ্ভুত ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল, সেখানে একজন অন্যজনকে জমিদান করবে। জমি দানকারীকে 'লর্ড' আর যিনি গ্রহণ করলেন তাকে 'ভেসাল' বলে। এ লর্ড ও ভেসালের মধ্যে যে সম্পর্ক এবং এর ফলে যে ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল তাই হলো সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থা।

# পাঠ ২.৩ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি
# Capitalistic Economy

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–**

- ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি সম্পর্কে জানতে পারবেন,
- ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য এবং এর উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

**মূলপাঠ :**

## ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি
## Capitalistic Economy

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সূত্রপাত হয় ইউরোপে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকে শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের মধ্যদিয়ে সমগ্র ইউরোপে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শুরু হয়। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ এবং তাঁর অনুসারীরা এ অর্থনীতির দৃঢ় প্রবক্তা ও সমর্থক।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা হলো এরূপ একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। সুতরাং **যে অর্থব্যবস্থায়, উৎপাদনের উপকরণগুলোর ব্যক্তিগত মালিকানা বিদ্যমান এবং সরকারি হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে অবাধ দাম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাজার পরিচালিত হয় সে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Capitalist Economy বা, Free Market Economy বা, Free Enterprise Economy)* বলা হয়।**

ধনতন্ত্র সম্পর্কে **V. I. Lenin** বলেন, "ধনতন্ত্র বলতে উৎপাদনের ঐ উন্নত স্তরকে বোঝায় যেখানে মনুষ্য শ্রমের উৎপাদন শুধু নয়, মনুষ্য শ্রমশক্তি নিজেই পণ্যে পরিণত হয়।"[৫]

অধ্যাপক J.F. Ragan. এবং L.B. Thomas এর মতে, "বিশুদ্ধ ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা এবং বাজারের ওপর আস্থা যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতা সমবেতভাবে নির্ধারণ করে কী দামে কী পরিমাণ পণ্য ও সম্পদ বিক্রি হবে।"

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকে 'মুক্ত বাজার অর্থনীতি' (Open Market Economy) হিসেবেও অভিহিত করা হয়। মুক্ত বাজার অর্থনীতি হলো এরূপ একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে বাজারব্যবস্থার কার্যকলাপে শুল্ক, কর, লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা, ভর্তুকি, ইউনিয়নকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা হয় না বা এরূপ কোনো নিয়ম বা অনুশীলন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে। মুক্তবাজার অর্থনীতিকে বাজার চাহিদা এবং বাজার যোগানই অবাধে পরিচালিত করে। এরূপ অর্থনীতিতে বাণিজ্যে কোনো প্রকার বাধা থাকে না।

### ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য
### Characteristics of Capitalistic Economy

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. **পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণির অস্তিত্ব :** ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত হওয়ায় পুঁজিপতির সৃষ্টি হয়। মুনাফাভিত্তিক উৎপাদনব্যবস্থার ফলে পুঁজিপতিদের হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত হয় বলে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায়

---

* অধ্যাপক Ferguson এর মতে "Capitalism is a free market form or capitalistic economy may be characterised as an automatic self-regulating system motivated by self-interest or individuals and regulated by competitions."

৫. "By capitalism is meant that stage of development of commodity production at which not only the products of human labour, but human labour power itself becomes a commodity."–V.I. Lenin.

শ্রমিকশ্রেণিও সৃষ্টি হয়। ধনতন্ত্রে শ্রমিকশ্রেণি অদৃশ্যভাবে পুঁজিপতিদের হাতে বন্দি। পুঁজিপতিরা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় একজন শ্রমিকের যতটুকু মূল্য সংযুক্ত (value added) হয়, মজুরি তা অপেক্ষা কম নির্ধারণ করে। কার্ল মার্ক্স (Karl Marx) পুঁজিপতিদের পক্ষে এ অতিরিক্ত মূল্য সংযুক্তিকে "উদ্বৃত্ত মূল্য" হিসেবে অভিহিত করেন যা শ্রম শোষণ নামে পরিচিত।

২. **বৃহদায়তন উৎপাদনব্যবস্থা :** ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় বৃহদাকার যন্ত্রচালিত শিল্পকারখানার বিকাশ ঘটে। ১৭৫০ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ইংল্যান্ডের "শিল্প বিপ্লব" ধনতন্ত্রের অবদান। পরবর্তীতে ইউরোপ ও অন্যান্য মহাদেশে এর প্রভাবে বৈজ্ঞানিক, কারিগরি, চিকিৎসা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানবজাতির অনেক অগ্রগতি সাধিত হয়।

৩. **সামাজিক শ্রমবিভাগের সর্বোচ্চকরণ :** পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, সম্প্রসারণ, উৎপাদন কৌশলের উন্নয়ন ইত্যাদির জন্য উৎপাদন প্রণালিতে সামাজিক শ্রমবিভাগের সর্বোচ্চকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য ব্যাপক আকারে উৎপাদন করা প্রয়োজন। এরূপ প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের যোগ্যতা ও দক্ষতানুযায়ী নিয়োগ দেয়া হয় বিধায় শ্রমবিভাগের সর্বোচ্চকরণ এবং সামাজিকীকরণ ঘটে।

৪. **একক উদ্যোগ :** ধনতন্ত্রে পুঁজিপতিরা কখনো সামাজিক স্বার্থে উৎপাদন করে না। যে উৎপাদনে তাদের মুনাফা সর্বোচ্চ হবে, সে দ্রব্য উৎপাদন করবে। অতি মুনাফার লোভে অনেক সময় সে ক্রমাগত উৎপাদন করে 'অতি উৎপাদন সঙ্কট' সৃষ্টি করে।

৫. **সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা :** ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক দর্শন অনুযায়ী, ব্যক্তির ইচ্ছামত সম্পত্তি করায়ত্ত বা বৃদ্ধি করার ইচ্ছাই তার কর্মোদ্যমের মূল উৎস হিসেবে বিবেচিত। উৎপাদনের উপকরণসমূহের ব্যক্তিমালিকানা আইনের দ্বারা স্বীকৃত।

৬. **উদ্যোগের স্বাধীনতা :** ধনতন্ত্রের প্রবক্তাদের ধারণানুযায়ী উদ্যোক্তার স্বাধীনতা ধনতন্ত্রের অপরিহার্য শর্ত। উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন, ভোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগ স্বীকৃত। মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরকারের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়। অর্থনীতির জনক অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্বাধীনতার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। এ ব্যবস্থায় প্রত্যেক উৎপাদক নিজ নিজ ভাবনা অনুযায়ী ন্যূনতম ব্যয়ে সর্বাধিক উৎপাদন ও মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে।

৭. **ভোক্তার সার্বভৌমত্ব :** "ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ভোক্তা সম্রাট" অর্থাৎ রাষ্ট্র বা সরকার ভোক্তার পছন্দকে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রণ করবে না। ভোক্তার চাহিদার মধ্যে বৈচিত্র্য থাকলে উৎপাদন ক্ষেত্রেও তার প্রতিফলন ঘটে। উৎপাদনকারীরা ভোক্তাদের স্বাধীন চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাদের উৎপাদন পরিচালনা করে।

৮. **স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা :** স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা বা অনিয়ন্ত্রিত দামব্যবস্থা ধনতন্ত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এখানে সরকার বা অন্য কোনো উৎস থেকে দাম নিয়ন্ত্রণ করা হয় না বরং ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা বাজারে দাম নির্ধারিত হয়। বাজার চাহিদা ও বাজার যোগান-এর মিথস্ক্রিয়ায় পণ্য ও সেবার দাম নির্ধারণে ভূমিকা রাখে। যেমন– বাজারে কোনো পণ্যের যোগান অপেক্ষা চাহিদা বেশি হলে দাম বৃদ্ধি পাবে এবং চাহিদা কম হলে দাম হ্রাস পাবে। অর্থনীতিতে এরূপ দামব্যবস্থাকে স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা বলা হয়।

চিত্রে DD চাহিদা রেখা, SS যোগান রেখা, ভারসাম্য বিন্দু E, ভূমি অক্ষে ভারসাম্য পরিমাণ $OQ_0$ এবং লম্ব অক্ষে ভারসাম্য দাম $OP_0$ নির্দেশিত। কোনো কারণে দাম হ্রাস পেয়ে $OP_1$ হলে, চাহিদা $P_1$ b > এবং যোগান $P_1$ a, সুতরাং চাহিদা বেশি হওয়ায় দাম বৃদ্ধি পাবে। আবার কোনো কারণে দাম বৃদ্ধি পেয়ে $OP_2$ হলে তখন যোগান cd পরিমাণ বেশি হয়, ফলে দাম হ্রাস পাবে। এতে বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে দাম নির্ধারিত হবে $OP_0$, যা বাজার দাম হিসেবে বিবেচিত।

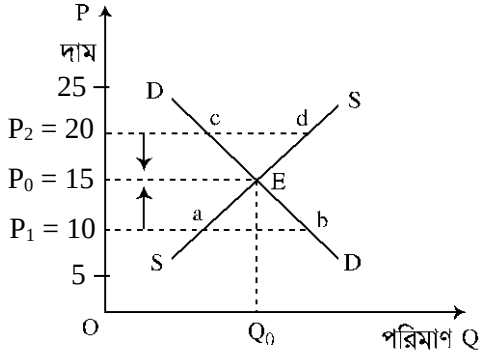


চিত্র ২.১ : স্বয়ংক্রিয় দাম নির্ধারণ প্রক্রিয়া

৯. **অবাধ প্রতিযোগিতা :** ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সকল ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান থাকবে। উদ্যোক্তাদের মধ্যে এরূপ প্রতিযোগিতার ফলে নতুন আবিষ্কার সম্ভব হয়–উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। দাম নির্ধারণেও ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান থাকে।

১০. **সমাজে শ্রেণিবিভক্তি :** সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা থাকার কারণে এখানে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত প্রভৃতি শ্রেণির উদ্ভব হয়। এরূপ সমাজে উচ্চবিত্তগণ শোষক এবং নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্তগণ দিন দিন দরিদ্র থেকে হতদরিদ্রে পরিণত হয়। শ্রেণিবিভক্তি ধনতন্ত্রের ফলস্বরূপ।

১১. **মুনাফা অর্জন :** মুনাফা আহরণকে সামনে রেখে ধনতন্ত্রে উৎপাদনকার্য পরিচালিত হয়। যেসব ক্ষেত্রে মুনাফা বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা থাকে, সেসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

১২. **আয়-বণ্টনে অসমতা :** ধনতন্ত্রে আয় ও সম্পদ বণ্টনে অসমতা বা বৈষম্য দেখা যায়। ব্যক্তিমালিকানা থাকায় সম্পদের বণ্টন অসম হয়, এক্ষেত্রে যার সম্পদ যত বেশি তার আয় তত বেশি।

১৩. **উৎপাদন ও পুঁজির কেন্দ্রিভূতকরণ :** ধনতন্ত্রে পুঁজিপতিরা উৎপাদনের উদ্বৃত্তের মালিক। শ্রমিকদেরকে শোষণ করে দিন দিন তাদের পুঁজির কেন্দ্রিভূতকরণ করে। উৎপাদন ও পুঁজির কেন্দ্রিভূতকরণের মাধ্যমে দিন দিন তাদের সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

১৪. **শিল্প পুঁজির সাথে ব্যাংক পুঁজির সমন্বয় :** পুঁজিপতিগণ ব্যাংক পুঁজির সাহায্য পায় বিনিয়োগ বা উৎপাদন ক্ষেত্রে। এজন্য বৃহদায়তন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা তাদের পক্ষে সহজ। এক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব পুঁজি ও ব্যাংক পুঁজির মিশ্রণে বৃহৎ বিনিয়োগ তহবিল গঠিত হয়।

১৫. **মূলধন রপ্তানি :** ধনতন্ত্রে যখন নিজ দেশে আর বিনিয়োগের ক্ষেত্র পায় না, পুঁজিপতিগণ তখন বিদেশে বিনিয়োগ করে মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য মূলধন রপ্তানি করে। বাংলাদেশেও বর্তমানে উন্নত দেশসমূহের পুঁজিপতিগণ বিনিয়োগ করার লক্ষ্যে মূলধন রপ্তানি করছে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অনুপস্থিতিতে, ব্যক্তিগত কর্ম-উদ্যোগের ভিত্তিতে, মুনাফার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। সেখানে চাহিদা, যোগান, দাম ও বাজারব্যবস্থার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।

### ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থায় উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতি

### Production and Distribution under Capitalistic Economy

**উৎপাদন পদ্ধতি :** ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায়সমূহ (means of production) সম্পূর্ণ বেসরকারি খাতে বিদ্যমান থেকে, সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে উৎপাদন পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে যেকোনো ব্যক্তি বা উদ্যোক্তার উদ্যোগ গ্রহণের স্বাধীনতা থাকে। এ অর্থব্যবস্থায় মুক্ত বাজারভিত্তিক উৎপাদন চালু থাকায় কখনো কখনো অতি উৎপাদন সমস্যা দেখা দেয় এবং বাজার নিয়ন্ত্রিত হয় স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থার মাধ্যমে। স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা বলতে চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে দাম নির্ধারিত হওয়াকে বোঝায়। অর্থাৎ যোগান অপেক্ষা চাহিদা অধিক হলে দাম বৃদ্ধি পাবে, বিপরীত অবস্থায় দাম হ্রাস পাবে (চিত্র ২.১)।

**বণ্টন পদ্ধতি :** ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের সকল উপকরণ বা সম্পদের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা বিদ্যমান থাকে এবং ভোগ ক্ষেত্রেও ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। ভোক্তাদের সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে সামাজিক উৎপাদন তাদের মধ্যে বণ্টিত হয়। এক্ষেত্রে জাতীয় উৎপাদন বা জাতীয় আয়ের অসম বণ্টন লক্ষ্য করা যায়। স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা বা অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে ছোট ছোট উৎপাদনকারীরা ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই এরূপ অর্থব্যবস্থায় শ্রেণিবৈষম্যের উদ্ভব হয়–শ্রেণিসংগ্রাম স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়। সমাজে শক্তিশালী ধনিক শ্রেণি উৎপাদনের বেশিরভাগ সুফল ভোগ দখল করে। মধ্যবর্তী ও দরিদ্র শ্রেণির জনগণ ক্রমান্বয়ে এ সুফল কম ভোগ করে।

## সারসংক্ষেপ

**ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা** হলো এরূপ একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। অর্থাৎ যে অর্থব্যবস্থায়, উৎপাদনের উপকরণগুলোর ব্যক্তিগত মালিকানা বিদ্যমান এবং সরকারি হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে অবাধ দাম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাজার পরিচালিত হয় সে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলা হয়।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায়সমূহ (means of production) সম্পূর্ণ বেসরকারি খাতে বিদ্যমান থেকে, সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে উৎপাদন পরিচালিত হয়। এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের সকল উপকরণ বা সম্পদের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা বিদ্যমান থাকে এবং ভোগ ক্ষেত্রেও ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে।

# পাঠ ২.৪ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি
## Socialistic Economy

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–**

- সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সম্পর্কে জানতে পারবেন,
- সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন,
- নির্দেশমূলক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য এবং এর উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা পাবেন;
- ধনতান্ত্রিক ও নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।

**মূলপাঠ :**

### নির্দেশমূলক, সমাজতান্ত্রিক বা পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থা*

### Command/Socialistic/Planned Economy

জার্মান বংশোদ্ভূত কার্ল মার্কস ও ইংল্যান্ডের অধিবাসী এঙ্গেলস্-এর যুগান্তকারী লেখা 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো' ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমাজতন্ত্রের বিপ্লব জেগে ওঠতে শুরু করে। এরই ফলে বিশ্বে সর্বপ্রথম রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে জারতন্ত্রের পতন ও লেনিনের নেতৃত্বে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা বা সমাজতন্ত্রের উত্থান হয়। পরবর্তীতে বিশুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদ 'মাও-সে-তুং' এর নেতৃত্বে চীনেও নির্দেশমূলক অর্থনীতির প্রয়োগ ঘটে।

Marxian Economics দর্শনে ১৯৩০ সালে Stalin সোভিয়েত ইউনিয়নে "Stalinist Growth Model" নামে Socialistic economy or Planned economy or Command economy প্রয়োগ করেন।

নির্দেশমূলক বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এমন এক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনের উপকরণসমূহের ব্যক্তিগত মালিকানা নেই তবে সামাজিক মালিকানা রয়েছে। উৎপাদিত সম্পদ মানুষের কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে বণ্টন করা হয়। এ ব্যবস্থায় পরিকল্পিত অর্থনীতির ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

অর্থনীতিবিদ জে. এফ. র‍্যাগান (J.F. Ragan JR) এবং এল. বি. থমাস (L.B. Thomas JR)-এর মতে, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা হলো এরূপ একটি অর্থব্যবস্থা যেখানে সম্পত্তির রাষ্ট্রীয় মালিকানা বিদ্যমান এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৬]

এ অর্থব্যবস্থায় মনে করা হয়, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সাহায্যে সব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে সামাজিক কল্যাণ সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত করা সম্ভব। এ তত্ত্বের প্রবক্তারা মনে করেন, এ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা-চেতনার অব্যাহতভাবে বিকাশ লাভ সম্ভব।

বিশ্বে সর্বপ্রথম 'অস্ট্রেলিয়ান লেবার পার্টি' সমাজতান্ত্রিক দল হিসেবে ১৮৯৯ সালে কুইন্সল্যান্ডে নির্বাচিত হলেও 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি' সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নে। পরবর্তীতে চীন, উত্তর কোরিয়া, কিউবা ও পূর্ব ইউরোপের কিছু দেশে নির্দেশমূলক বা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রচলিত হয়। এছাড়া এশিয়ায় অনেক দেশে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার পক্ষে এক সময় বিপুল জনমত গড়ে ওঠেছিল।

---

* Prof. P. A. Samuelson এর মতে,, "Socialism refers to the government ownership of the means of production, planning by the Government and Income redistribution."

৬. "Socialistic Economy : An economic system in which property is publicly owned and central authorities co-ordinate economic decisions." –J.F. Ragan, JR & L.B. Thomas, JR–Principles of Macroeconomics, p. 41.

## নির্দেশমূলক বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

## Characteristics of Command/Socialistic Economy

নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করা যায় :

১. **শ্রেণি-শোষণ অনুপস্থিত :** নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় সর্বহারা শ্রেণি আর শোষিত হয় না। পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্রের মতো এখানে বিভিন্ন শ্রেণি যথা–ধনী শ্রেণি, সর্বহারা শ্রেণি এরূপ বিভেদ থাকে না। তাই শোষণও নেই।

২. **উপকরণের ব্যক্তিমালিকানা নেই :** নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের সকল উপকরণের মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে থাকে। উপকরণের ব্যক্তিমালিকানা নেই।

৩. **ব্যক্তিগত মুনাফার আশায় পণ্য উৎপাদিত হয় না :** নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে এবং প্রয়োজনে পণ্যসামগ্রী উৎপাদিত হয়। ব্যক্তিগত মুনাফার আশায় পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের কোনো সুযোগ নেই।

৪. **যৌথ ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা বিদ্যমান :** নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় কৃষকেরা যৌথ শ্রমের ভিত্তিতে উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে। বৃহৎশিল্প কারখানাসহ অন্যান্য খাতের মালিকানা থাকে মূলত রাষ্ট্রের হাতে। ক্ষুদ্র কিছু ভূমি বসতবাড়ি নির্মাণের জন্য ব্যক্তিমালিকানায় থাকতে পারে।

৫. **অবাধ প্রতিযোগিতার অনুপস্থিতি :** এ অর্থব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে পণ্যের দাম নির্ধারণ হয় না। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ সকল পণ্যের দাম নির্ধারণ করে। উৎপাদিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে কতটা মূল্য সংযোজন হয়েছে তার ওপর দাম নির্ভর করে। তাই নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় অবাধ প্রতিযোগিতা অনুপস্থিত (Non-existence of Free Competition)।

৬. **স্বতঃস্ফূর্ত উৎপাদন প্রণালি :** নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় উপকরণের সামাজিক মালিকানা থাকায় উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না, যার ফলে উৎপাদন প্রণালি গতিশীল হয়। কিন্তু দাসপ্রথা, সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদে উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে তীব্র বিরোধ থাকে।

৭. **বণ্টনব্যবস্থা :** নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় শ্রমিকদের কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী বণ্টন (Distribution according to amount and quality of work) পরিচালিত হয়। এর ফলে মজুরি এক হয় না। তাই এ ব্যবস্থায় শোষণ না থাকলেও আয় বণ্টনে অসমতা আছে। জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা হয় শ্রমিকদের কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী বণ্টনের মাধ্যমে।

৮. **চাহিদার ওপর নিয়ন্ত্রণ :** নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় ভোক্তার বা ক্রেতার চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যখন যা খুশি তা ভোগ করা যাবে না এ ব্যবস্থায়। কী উৎপাদন করা হবে, কীভাবে বণ্টন করা হবে–এসব সিদ্ধান্তের মালিক হলো রাষ্ট্র।

৯. **কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা :** এ ব্যবস্থায় উৎপাদনসহ সকল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উৎপাদন, বণ্টন ও উন্নয়নের সকল পরিকল্পনা জনগণের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষই (Central Planning Authority) নির্ধারণ করে।

১০. **শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা :** এ অর্থব্যবস্থায় সুস্থ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাতে শ্রমিকরা ভোগ করতে পারে, সে দিকে গুরুত্ব দেয়া হয়। এজন্য দামব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকে, মজুরি রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত হয়। নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় শ্রমিকদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

১১. **মুদ্রাস্ফীতির অনুপস্থিতি :** যেহেতু নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় সর্বক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে, তাই এখানে অতি উৎপাদন বা কম উৎপাদন হতে পারে না, সেজন্য মুদ্রাস্ফীতিও নেই।

১২. **সামাজিক নিরাপত্তা :** নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় মানুষের মৌলিক অধিকারের বিষয়গুলোর–খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার নিশ্চয়তা দেয়া হয়। সমাজ এবং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সমাজের সব সদস্যকে জীবনের সকল সাধারণ ঝুঁকির বিরুদ্ধে আর্থিক নিরাপত্তা দেয়া হয়। এখানে জনকল্যাণমূলক ব্যয় বাদ দিয়ে অবশিষ্ট আয় দ্বারা 'মজুরি তহবিল' (wage fund) এবং 'গণভোগ তহবিল' (public consumption fund) গঠন করা হয়।

১৩. **সুষম উন্নয়ন :** যেহেতু কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃক সকল উন্নয়ন কর্ম পরিচালিত হয়, তাই দেশের সব অঞ্চলকে সমান গুরুত্ব দেয়া হয়। অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র যথোপযুক্ত গুরুত্ব লাভ করে বিধায় সুষম উন্নয়ন সাধিত হয়।

১৪. **বেকারত্বের অনুপস্থিতি :** বেকারত্বহীনতা সমাজতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উৎপাদন ও উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে যেহেতু রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে, তাই এরূপ সমাজে বেকারত্ব থাকতে পারে না।

১৫. **সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্যের সমন্বয় :** নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্র সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্যের সমন্বয় সাধন করে। রাষ্ট্রের লক্ষ্য হলো সমাজের কল্যাণ বৃদ্ধি করা, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা নয়।

উপরিউল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো নির্দেশমূলক সমাজে লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে উৎপাদন, বণ্টনসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড একক কর্তৃপক্ষ তথা রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত হয় বলে একে Command economy বা Planned economy বলা হয়। এ ব্যবস্থায় সম্পদের অপচয় হয় না বা খুব কম হয়। মানুষের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান এ ব্যবস্থায় দ্রুত অর্জিত হয়।

তবে নির্দেশমূলক সমাজে ব্যক্তির উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিজস্ব উদ্যোগের স্বাধীনতা থাকে না। তাই তাদের উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয় না। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে মন্তব্য করা যায় যে, "A Government could print a good edition of Shakespeare's works but it could not get them written."

এছাড়াও ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার মান উচ্চ নয়, শোষণহীন হলেও অসম আয় বণ্টন বিদ্যমান। ফলে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ সমস্যা দিন দিন ঘনীভূত হওয়ার কারণে বিশ্বের সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্র প্রচলনকারী দেশ, বিশাল আয়তনের সোভিয়েত রাশিয়া সমাজতন্ত্রের পথ পরিহার করেছে। বর্তমানে চীনসহ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো বাজার অর্থনীতি প্রচলন করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

## নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতি

## Production and Distribution under Command or Socialistic Economy

নির্দেশমূলক অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**উৎপাদন পদ্ধতি :** নির্দেশমূলক বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায়সমূহ (means of production) সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় বিদ্যমান। সামাজিক কল্যাণ সর্বোচ্চকরণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় বা রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে উৎপাদন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এখানে উদ্যোক্তার স্বাধীনতা নেই, ভোক্তারও সার্বভৌমত্ব নেই। চাহিদা ও যোগানের মধ্যে অনিশ্চয়তা, হতাশা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা নেই। বাজারব্যবস্থা রাষ্ট্র কর্তৃক সুনিয়ন্ত্রিত। মুদ্রাস্ফীতি বা যোগান সংকট এখানে তত্ত্বগতভাবে অনুপস্থিত। সুতরাং কী ও কতটুকু উৎপাদন করা হবে, কী উপায়ে উৎপাদন করা হবে, কার জন্য উৎপাদন করা হবে? এ সকল প্রশ্নের উত্তর একমাত্র রাষ্ট্র নির্ধারণ করে। এক্ষেত্রে প্রথমে চূড়ান্ত দ্রব্যের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। অতঃপর উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের পরিমাণ এবং বিভিন্ন ফার্মের মধ্যে সম্পদ প্রবাহ হিসাব করা হয়। বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বাস্তবসম্মত ও বিশদভাবে তৈরি করা হয়। ফার্মগুলো বিভিন্ন প্রকার উপকরণ সমন্বয় নির্বাচনে ব্যাপক স্বাধীনতা ভোগ করে।

**বণ্টন পদ্ধতি :** শ্রেণিবৈষম্য এখানে উদ্ভব না হলেও শ্রমিকদের কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী বণ্টনের ফলে, সমাজে আয় বণ্টনে অসমতা বিদ্যমান। তাই জাতীয় আয় বা সামাজিক উৎপাদন বণ্টনের মধ্যেও এ অসমতা লক্ষ্য করা যায়। দামব্যবস্থা নির্দেশমূলক বা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় সম্পদের প্রবাহ ধনতান্ত্রিক সমাজের মতো একমুখী বা পুঁজিপতির দিকে ধাবিত হয় না। এ কারণে সর্বহারা শ্রেণি এখানে অনুপস্থিত।

রাষ্ট্রের আঞ্চলিক উন্নয়নের মধ্যেও কোনো প্রকার বৈষম্য লক্ষ্য করা যায় না। সব অঞ্চল সমানভাবে গুরুত্ব পায় বিধায় সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। অর্থাৎ অর্থনৈতিক সম্পদের সামাজিক ও আঞ্চলিক বণ্টন এক্ষেত্রে সুষম হয়। এভাবে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করা হয়।

## ধনতান্ত্রিক ও নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য

## Difference between Capitalistic and Command Economic System

ধনতান্ত্রিক ও নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থার মধ্যে নিম্নরূপ মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান :

| পার্থক্যের বিষয় | ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা | নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা |
|---|---|---|
| ১। সংজ্ঞা | ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা হলো এরূপ একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে সম্পদের মালিকানা, উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। | নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা এরূপ এক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন, যেখানে উৎপাদনের উপায়সমূহের অবাধ ব্যক্তিগত মালিকানা নেই, উৎপাদিত সম্পদ মানুষের কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী বণ্টন করা হয় এবং পরিকল্পিত অর্থনীতির ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। |
| ২। উৎপাদনে ব্যক্তির ভূমিকা | ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যক্তির বা উদ্যোক্তার ভূমিকাকে প্রাধান্য দেয়া হয়। | নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেই উৎপাদন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। |
| ৩। বণ্টন | ধনতন্ত্রে আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য দেখা যায়। সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা থাকায় বণ্টন হয় অসম। | নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় শ্রমিকদের কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী বণ্টন পরিচালিত হয়। এ ব্যবস্থায় শোষণ না থাকলেও আয় বণ্টনে কিছুটা অসমতা লক্ষ্য করা যায়। |
| ৪। ভোগ | ভোগক্ষেত্রে ভোক্তা স্বাধীন। | ভোগক্ষেত্রে ভোক্তা স্বাধীন নয়। কী উৎপাদন করা হবে এ সিদ্ধান্ত রাষ্ট্র দিয়ে থাকে। |
| ৫। শ্রেণি-শোষণ | শ্রেণি-শোষণ উপস্থিত। | শ্রেণি নেই, শোষণও নেই। |
| ৬। শ্রমবিভাগ | শ্রমবিভাগের সর্বোচ্চকরণ করা হয়। | এ অর্থব্যবস্থায় শ্রমবিভাগ সম্ভব নয়। |
| ৭। উপকরণের মালিকানা | ব্যক্তিমালিকানা বিদ্যমান। | রাষ্ট্রীয় মালিকানা বিদ্যমান। |
| ৮। মুনাফা | ব্যক্তিগত মুনাফা স্বীকৃত। | ব্যক্তিগত মুনাফার স্বীকৃতি নেই। |
| ৯। সুষম উন্নয়ন | সাধিত হয় না। | সাধিত হয়। |
| ১০। অবাধ প্রতিযোগিতা | ধনতন্ত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। | অবাধ প্রতিযোগিতা নেই। |
| ১১। চাহিদার ওপর নিয়ন্ত্রণ | ভোক্তার চাহিদার ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই। | ভোক্তার চাহিদার ওপর নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান। |
| ১২। পরিকল্পনা | গণমুখী : নিচের দিক থেকে ওপরের দিকে পরিকল্পনা অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। | কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা : ওপর থেকে নিচের দিকে পরিকল্পনা চাপিয়ে দেয়া হয়। |
| ১৩। উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে সম্পর্ক | সুসম্পর্ক থাকে না। | সুসম্পর্ক বিদ্যমান। |
| ১৪। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা | মুষ্টিমেয় ক্ষমতাধরদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। | সকল জনগণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদার। |
| ১৫। মুদ্রাস্ফীতি | বর্তমান থাকে। | কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার কারণে মুদ্রাস্ফীতি দেখা যায় না। |

| পার্থক্যের বিষয় | ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা | নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা |
|---|---|---|
| ১৬। বেকারত্ব | বিদ্যমান থাকে। | থাকে না। |
| ১৭। সামাজিক নিরাপত্তা | থাকে না। | বিদ্যমান থাকে। |
| ১৮। অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত | 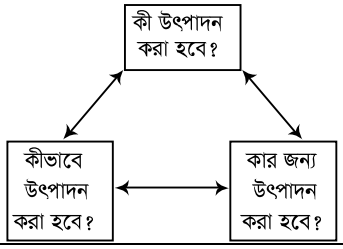 | 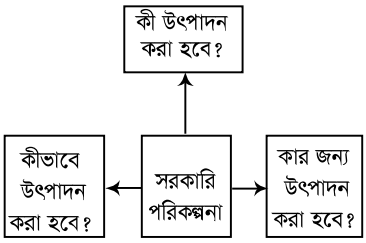 |

## সারসংক্ষেপ

**সমাজতান্ত্রিক বা নির্দেশমূলক অর্থনীতি :** এটি এরূপ একটি অর্থব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনের উপকরণসমূহের ব্যক্তিগত মালিকানা নেই তবে সামাজিক মালিকানা রয়েছে। উৎপাদিত সম্পদ মানুষের কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে বণ্টন করা হয়।

# পাঠ ২.৫ মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
# Mixed Economic System

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–**

- মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন,
- মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য, উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

**মূলপাঠ :**

## মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
## Mixed Economic System

**যে অর্থব্যবস্থা ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের দুর্বলতা পরিত্যাগ করে এবং গুণগুলো গ্রহণ করে গড়ে ওঠে, তাকে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে।**

সাধারণত এ অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগ সম্মিলিত ভূমিকা পালন করে। **অধ্যাপক পি. এ. স্যামুয়েলসন** (P. A. Samuelson) এর মতে, "মিশ্র অর্থব্যবস্থা এরূপ একটি অর্থব্যবস্থা যেখানে উৎপাদন ও ভোগকার্য সংঘটিত করার ক্ষেত্রে বাজারব্যবস্থার সাথে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সংমিশ্রণ ঘটে।"[৭]

**অধ্যাপক জে. এফ. র‍্যাগান** (J. F. Ragan, JR) এবং **এল. বি. থমাস** (L. B. Thomas, JR) বলেন, "মিশ্র অর্থনীতি হলো এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে বিশুদ্ধ ধনতন্ত্র ও নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির সংমিশ্রণ ঘটে। কিছু সম্পদ ব্যক্তিমালিকানায় এবং কিছু রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে। এছাড়া অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত কিছু বাজারব্যবস্থায় এবং কিছু কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে।"[৮]

এ ব্যবস্থায় সামাজিক দ্রব্যের জন্য ব্যয় অধিক হয়, যার যোগান দেয়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে সম্ভব নয়। জনগুরুত্বপূর্ণ খাত যেমন সড়ক পথ নির্মাণ, রেলপথ, সমুদ্র বন্দর, বৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, হাসপাতাল, টেলিযোগাযোগ নির্মাণে সাধারণত ব্যক্তিগত উদ্যোগ অপেক্ষা সরকারি উদ্যোগকে সমর্থনযোগ্য মনে হয়।

ব্রিটেন, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

## মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য
## Characteristics of Mixed Economy

মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. **সরকারি ও বেসরকারি খাতের উপস্থিতি স্বীকৃত :** মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সম্পদের মালিকানা, উৎপাদনব্যবস্থা, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি খাতের উপস্থিতি স্বীকৃত। প্রয়োজনীয়তা ও সামর্থ্য অনুযায়ী উভয় খাত তাদের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে।

২. **সরকারি বিনিয়োগ :** জনগুরুত্বপূর্ণ খাতসহ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা খাতগুলোতে সরকারি উদ্যোগে বিনিয়োগ পরিচালিত হয়। দেশের মৌলিক ও ভারী শিল্পকারখানাসহ গুরুত্বপূর্ণ আমদানি-রপ্তানি সরকারি মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়।

---

৭. "A mixed Economy is one in which the elements of government control are intermingled with market elements in organizing production and consumption." – P. A. Samuelson : 'Economics.'

৮. "Mixed Economy is an Economic system that mixes pure capitalism and a command economy. Some resources are owned privately, others publicly. Some economic decisions are made in markets, others by central authorities."–J.F. Ragan & L.B. Thomas.

৩. **বেসরকারি বিনিয়োগ :** সরকারি বিনিয়োগ কার্যক্রমের পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্যবসায়-বাণিজ্য, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পস্থাপনসহ এরূপ কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। তবে বেসরকারি বিনিয়োগের ওপর সরকারের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে যাতে একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণে থাকে।

৪. **সম্পদের মালিকানা :** মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানার পাশাপাশি ব্যক্তিমালিকানাও স্বীকৃত।

৫. **ব্যক্তিস্বাধীনতা :** ব্যক্তির স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা প্রভৃতি মৌলিক অধিকারসমূহ মিশ্র অর্থব্যবস্থায় স্বীকৃত।

৬. **স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা :** এ ব্যবস্থায় বাজার অর্থনীতির ধারণাকে উৎসাহিত করা হয়। বাজার চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে এখানেও দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়। তবে সরকার রাষ্ট্রীয় জরুরি প্রয়োজনে দামব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৭. **মুনাফা :** মিশ্র অর্থব্যবস্থায় যেহেতু ব্যক্তিমালিকানা, ব্যক্তি উদ্যোগ স্বীকৃত, তাই মুনাফা অর্জনও এ ব্যবস্থায় স্বীকৃত–যা সমাজতন্ত্রে নেই।

৮. **অর্থনৈতিক পরিকল্পনা :** সরকার এ ব্যবস্থায় জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। তবে ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন কর্মসূচিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকার জাতীয় পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করে।

৯. **অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ :** মিশ্র অর্থনীতিতে কখনো অস্থিতিশীলতা দেখা দিলে সরকার তা সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আনে। মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন রোধ করে বাণিজ্য চক্র মোকাবিলা, কালোবাজারি, মজুতদারি, সিন্ডিকেট বাণিজ্য প্রতিরোধে সরকার সদাসচেষ্ট থাকে।

১০. **মুদ্রাস্ফীতির উপস্থিতি :** মিশ্র অর্থনীতিতে যেহেতু ব্যক্তির উদ্যোগ স্বীকৃত এবং মুনাফা কেন্দ্রিভূতকরণ বা মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধিতে সরকার বাধা দেয় না, তাই অনেক সময় অতি উৎপাদন এবং অনেক সময় কম উৎপাদন সমস্যা সৃষ্টি হয়। তাই মুদ্রাস্ফীতিও মিশ্র অর্থনীতিতে বিদ্যমান থাকে।

১১. **ভোক্তার সার্বভৌমত্ব :** মিশ্র অর্থনীতিতে ভোক্তার পছন্দকে অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়। ভোক্তার পছন্দ অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা হয় এবং তারা পছন্দ অনুযায়ী ক্রয় ও ভোগ করতে পারে। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে সরকার কোনো কোনো দ্রব্যের উৎপাদন ও দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

১২. **শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ :** এ অর্থব্যবস্থায় সরকার শ্রমিকশ্রেণিকে শোষণের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ন্যূনতম মজুরি, কাজের সময়, শ্রম আদালত, শিল্প-বিরোধ নিষ্পত্তিসহ সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

১৩. **বণ্টনব্যবস্থা :** যেহেতু মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত, তাই সমাজে বণ্টনব্যবস্থার দ্বারা সমতা স্থাপন করা যাবে না। জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন এ ব্যবস্থায় নিশ্চিত হবে না।

১৪. **অর্থনৈতিক স্বাধীনতা :** এ ব্যবস্থায় পেশা নির্বাচন ও অর্থনৈতিক উদ্যোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তি পূর্ণস্বাধীনতা ভোগ করে। রাষ্ট্রীয় সুসংজ্ঞায়িত নিরাপত্তাজনিত ক্ষেত্রের বাইরে অন্যত্র ব্যক্তি নিজেই উদ্যোক্তা হিসেবে স্বাধীনভাবে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে এবং সম্পদের মালিকানা ভোগ করে।

১৫. **সামাজিক নিরাপত্তা :** মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সরকার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান করে জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে থাকে। এখানে কাজের বিনিময়ে খাদ্য/টাকা, বেকার ও বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, নারী ও শিশু সুরক্ষা তহবিল, পেনশন, গ্র্যাচুইটি প্রভৃতি প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

যদিও ইংল্যান্ড মিশ্র অর্থব্যবস্থার সূতিকাগৃহ, তথাপি বিগত শতকের সত্তর এবং আশির দশকে ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নরওয়েসহ বর্তমানে অনেক সমাজতান্ত্রিক দেশেও সীমিত পর্যায়ে মিশ্র অর্থব্যবস্থা প্রচলন রয়েছে। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, বিশুদ্ধ সমাজতন্ত্র বা ধনতন্ত্র কোনোটিই সমাজের উন্নয়নের জন্য এককভাবে যথেষ্ট নয়। তাই অনেকে মিশ্র অর্থব্যবস্থাকে শ্রেষ্ঠ উপায় বলে মনে করেন।

**মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা : অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান**

মিশ্র অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতি আলোচনা করা আবশ্যক।

**উৎপাদন পদ্ধতি :**

মিশ্র অর্থব্যবস্থায় কী উৎপাদন করা হবে, কীভাবে এবং কার জন্য উৎপাদন করা হবে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ স্বীকৃত। গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো একান্ত সরকারি নিয়ন্ত্রণে রেখে অন্য খাতসমূহকে উদার বেসরকারিকরণ করা হয়। তবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমেই সরকারি ও বেসরকারি কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

সমাজের প্রয়োজন তথা চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। উৎপাদন পদ্ধতির ক্ষেত্রে বৃহৎ প্রতিষ্ঠান সরকারি উদ্যোগে এবং মাঝারি ও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান বেসরকারি উদ্যোগে, উপকরণের সহজলভ্যতার ওপর নির্ভর করে উৎপাদন পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়। তবে বর্তমানে অনেক বৃহৎ প্রতিষ্ঠান বেসরকারি উদ্যোগে পুঁজিনির্ভর উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদনে নিয়োজিত রয়েছে। পণ্য-সেবার দাম নির্ধারণে মিশ্র অর্থব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয় বাজারব্যবস্থার প্রভাব বিদ্যমান।

**দামব্যবস্থা :** মিশ্র অর্থব্যবস্থায় দামব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয় থাকে। এর ফলে সমাজের অসীম চাহিদার সাথে সীমিত সম্পদ তথা যোগানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে বাজারে ভারসাম্য অবস্থা বিরাজ করে। যেমন :

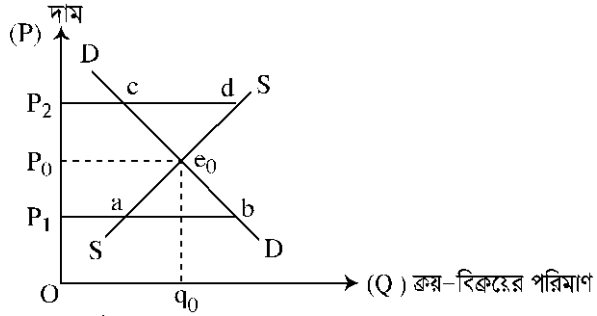


চিত্র ২.৩ : স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা

চিত্রে $OP_1$ দামে ab পরিমাণ যোগান অপেক্ষা চাহিদা অধিক, তাই দাম বৃদ্ধি পাবে। আবার $OP_2$ দামে বাজারে cd পরিমাণ চাহিদা অপেক্ষা যোগান অধিক, এক্ষেত্রে দাম হ্রাস পাবে। এভ াবে সীমিত যোগান ও অসীম চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য অর্জিত হয় $e_0$ বিন্দুতে। সুতরাং $e_0$ বিন্দুতে ভারসাম্য দাম $OP_0$, ভারসাম্য পরিমাণ $Oq_0$, যেখানে বাজার চাহিদা ও বাজার যোগান পরস্পর সমান হয়। এভাবে দামব্যবস্থা অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে ভূমিকা পালন করে।

**বণ্টন পদ্ধতি :**

মিশ্র অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণ ও সম্পদের মালিকানায় সরকারি ও বেসরকারি খাতের সহঅবস্থান বিদ্যমান থাকে তাই বণ্টনব্যবস্থায়ও উভয় কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব লক্ষ্য করা যায়। যেমন–

সরকারি উদ্যোগে যে বণ্টনব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তার লক্ষ্য হলো আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা মজবুত করা, শ্রমিকদের ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান সংরক্ষণ, দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, নিয়ন্ত্রিত আয়-বৈষম্য তথা টেকসই সামাজিক উন্নয়ন যেন সাধিত হয়।

কিন্তু বেসরকারি উদ্যোগে যে বণ্টনব্যবস্থা পরিচালিত হয় তা মুনাফাকে কেন্দ্র করেই গ্রহণ করা হয়। সুযোগ পেলেই পুঁজিপতিরা ভোক্তাকে জিম্মি করে মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এটি মূলত ধনতন্ত্রের চরিত্র। তাই মিশ্র অর্থব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব–এ সকল উপাদান সজীব থাকে।

**সারসংক্ষেপ**

**মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা :** মিশ্র অর্থব্যবস্থা হলো এরূপ একটি অর্থব্যবস্থা যেখানে উৎপাদন ও ভোগকার্য সংঘটিত করার ক্ষেত্রে বাজারব্যবস্থার সাথে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সংমিশ্রণ ঘটে।

## ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আদিম সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা কী?
২. দাসত্ব প্রথা কী?
৩. সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থা বলতে কী বুঝ?
৪. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বলতে কী বুঝ?
৫. সমাজতান্ত্রিক বা নির্দেশমূলক অর্থনীতি বলতে কী বুঝ?
৬. মিশ্র অর্থব্যবস্থা কাকে বলে?
৭. আদিম সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।
৮. দাসত্ব প্রথার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।
৯. সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।
১০. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।
১১. নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।
১২. মিশ্র অর্থব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

### রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. আদিম সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থাটি বিশ্লেষণ করো।
২. দাসত্ব প্রথাটি বৈশিষ্ট্যসহ বিশ্লেষণ করো।
৩. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাটি বণ্টন পদ্ধতিসহ বিশ্লেষণ করো।
৪. নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থাটি বণ্টন পদ্ধতিসহ বিশ্লেষণ করো।
৫. মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি বিশ্লেষণ করো।